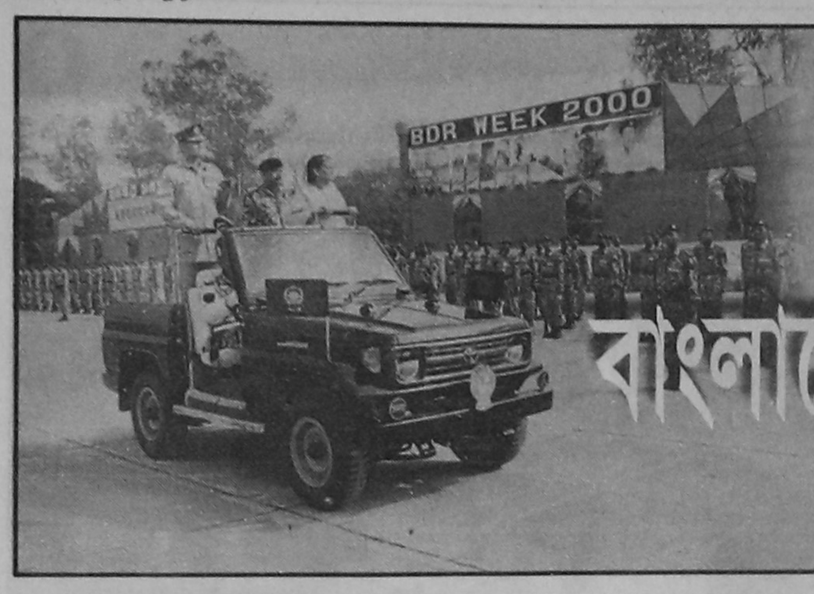

বাংলাদেশ রাইফেল্‌স সপ্তাহ- ২০০১

সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী

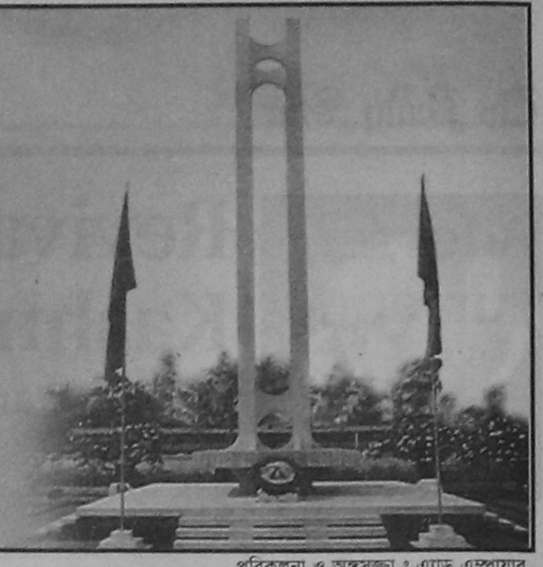

পরিকল্পনা ও অঙ্গসজ্জা ঃ এ্যাড এম্পায়ার

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

'বাংলাদেশ রাইফেল্‌স সপ্তাহ-২০০১' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমি এই বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের অধিকারী বাংলাদেশ রাইফেল্‌স সদস্যদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগ জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধ ও অর্পিত দায়িত্ব পালনকালে যেসব বিডিআর সদস্য তাদের মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করেন আমি তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। দেশের সীমান্ত রক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে তারা সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত। গভীর দেশাত্মবোধ, জনগণের প্রতি ভালবাসা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং অব্যাহত অনুশীলনের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল এ বাহিনী তাদের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি আশা করি।

আমি বাংলাদেশ রাইফেল্‌স-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

'বাংলাদেশ রাইফেল্‌স সপ্তাহ-২০০১' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ সপ্তাহ উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে এ বাহিনীর অপরিসীম অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

জন্মলগ্ন থেকে দেশের সীমান্ত রক্ষা, চোরাচালান রোধ, বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলা ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় এ বাহিনীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ রাইফেল্‌স-এর ইতিহাস তাই আত্মপ্রত্যয় ও গৌরবের ইতিহাস। এ বাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে এবং দেশ ও জাতির সেবায় আরো ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

আমি এ বাহিনীর সকলের মঙ্গল কামনা করি।

এম এম রেজা

বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর বিগত বছরের কার্যক্রম

ভূমিকা

১। বাংলাদেশ রাইফেলস দেশের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত একটি আধাসামরিক বাহিনী। দেশের সীমান্তরক্ষা ও চোরাচালান দমনসহ অন্যান্য সীমান্ত সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে এ বাহিনীর রয়েছে দু'শতাধিক বছরের সুমহান গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উঁচু-নিচু ও বন্ধুর সুদীর্ঘ ৪,৪২৭ কিলোমিটার সীমান্ত রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় দায়িত্ব পালন করছে এই বাহিনীর সদস্যগণ। এ ছাড়াও তারা দেশের অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী করার জন্য অত্যন্ত কঠোর হস্তে চোরাচালান দমন করে চলেছে। অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা এবং যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বেসামরিক প্রশাসনের সাহায্যার্থে সময়োপযোগী ও সুস্পষ্ট অবদান রেখে জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ রাইফেলস।

২। ১৯৭৫ সালে 'রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন' নামে এ বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদ, সংগঠন ও নামে একাধিকবার পরিবর্তন আনা হয়েছে। ১৮৭৯ সালে 'স্পেশাল রিজার্ভ কোম্পানী' নামে এই বাহিনীর পূর্বসুরিগণ পিলখানার মনোরম শ্যামল সবুজ ছায়ায় প্রথম ঘাঁটি স্থাপন করে।

৩। ঐতিহ্য সমৃদ্ধ এই বাহিনীর বীরত্বের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে। রক্তস্নাত স্বাধীনতা যুদ্ধে এ বাহিনীর ৮১৯ জন সৈনিক শহীদ হন এবং অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য ২জন বীরশ্রেষ্ঠ, ৮ জন বীর উত্তম, ৩২ জন বীর বিক্রম এবং ৭৮ জন বীর প্রতীক পদকে ভূষিত হন।

৪। স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের নিমিত্তে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর সদস্যগণ অদম্য উৎসাহে আত্মনিয়োগ করে। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ৩রা মার্চ এই বাহিনীর নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ রাইফেল্‌স'। ১৯৯৭ সালে সনাতন খাকী পোশাক পরিবর্তন করে তিন রং এর ছাপা পোশাকে সজ্জিত করা হয় এ বাহিনীকে। নিম্নে বিগত বছরে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহের ওপর আলোকপাত করা হলো।

বিগত বছরে বিডিআর এর সাফল্য

৫। সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণের জান ও মালের নিরাপত্তা বিধান করা বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বিগত বছর দেশের অখণ্ডতা রক্ষা এবং সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন নাশকতামূলক কার্যকলাপ প্রতিহত করা, বাংলা ভাষাভাষী ভারতীয় নাগরিকদের জোরপূর্বক এদেশের অভ্যন্তরে প্রেরণের অপচেষ্টা প্রতিরোধ, সীমান্তে উস্কানীমূলক গুলিবর্ষণ প্রতিহতকরণ, নারী ও শিশু পাচার রোধ, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রসহ দুস্কৃতিকারী আটক, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ ও শরণার্থীদের পুনর্বাসনে রাইফেল্‌স সদস্যগণ অত্যন্ত কার্যকর ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে।

মায়ানমারের সীমান্ত সংক্রান্ত সাম্প্রতিক ঘটনাঃ

৬। গত ০৪ জানুয়ারি ২০০১ তারিখ হতে হোয়াইকং বিওপি এলাকার বিপরীতে আন্তর্জাতিক সীমান্তে শূন্যরেখা হতে ১৫০ গজের মধ্যে মায়ানমার এর অভ্যন্তরে ডাবফারী খালে (নাফ নদীর একটি প্রশাখা) মায়ানমার কর্তৃপক্ষ সীমান্ত চুক্তি উপেক্ষা করে একতরফাভাবে একটি বাঁধ নির্মাণ আরম্ভ করে। উক্ত বাঁধ নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত চিংড়ী চাষ প্রকল্প সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি ভূ-প্রকৃতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা ছিল। বাঁধ নির্মাণ শুরুর সাথে সাথে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স হোয়াইকং ও উলুবুনিয়া এলাকার জনসাধারণের ক্ষতি তথা উক্ত এলাকার ভূ-প্রকৃতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করে বাঁধ তৈরি বন্ধ করার প্রস্তাব করলে মায়ানমার কর্তৃপক্ষ তা অস্বীকার করে। বাঁধ নির্মাণ বন্ধের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, উস্কানীমূলক কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্তে ০৮ জানুয়ারি ২০০১ তারিখ ১২১৫ ঘটিকায় বিডিআর হুশিয়ারিমূলক গুলি বর্ষণে বাধ্য হয়। উক্ত গুলি বর্ষণের পর মায়ানমার কর্তৃপক্ষ পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানায়। পরবর্তীতে মায়ানমার কর্তৃপক্ষ সীমান্তে জনবল বৃদ্ধি করতে থাকলে বাংলাদেশ রাইফেল্‌সও সৈনিক সংখ্যা বৃদ্ধি করে, ফলে সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অতঃপর গত ০২ ফেব্রুয়ারি ২০০১ তারিখে উভয় দেশ কর্তৃক যৌথ পরিদর্শনের পর, মায়ানমার কর্তৃপক্ষ বাঁধ নির্মাণ বন্ধে সম্মত হলে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির অবসান ঘটে।

বিডিআর এর অপারেশান নাফ পদক প্রাপ্তি ঃ

৭। বিডিআর কর্তৃক মায়ানমারের উপরোক্ত বাঁধ নির্মাণের অপচেষ্টা নস্যাৎ করার ফলশ্রুতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ রাইফেল্‌সকে "অপারেশান নাফ পদক" প্রদান করেন। বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর দু'শতাধিক বছরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এটি একটি অনন্য বিরল প্রাপ্তি।

বাংলাদেশ/ভারত এবং বাংলাদেশ/মায়ানমার সীমান্তে বিডিআর এর কার্যক্রম ঃ

৮। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ৪১৫৬ কিঃ মিঃ এবং মায়ানমার এর ২৭১ কিঃ মিঃ সীমান্ত রয়েছে। সীমান্তবর্তী বিওপি/ক্যাম্প/হাউনিট সমূহ হতে বিডিআর সৈনিকগণ নিয়মিত টহলদানের মাধ্যমে এ সমস্ত সীমান্ত রক্ষা, সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের জান-মালের হেফাজত, সর্বস্থানের ভূমির উপর সার্বিক আধিপত্য বজায় রাখা এবং চোরাচালান সহ সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিরোধ নিশ্চিত করে থাকে। সীমান্ত এলাকায় কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনার অবতারণা হলে বিদ্যমান সীমান্ত চুক্তি অনুযায়ী প্রতিপক্ষের সাথে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া প্রতিপক্ষ সীমান্ত চুক্তি লংঘন করলে বা প্রতিপক্ষ/পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের জনসাধারণ কর্তৃক আগ্রাসনমূলক কোন কর্মকান্ড করলে বিডিআর এর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে এর মৌখিক ও লিখিত প্রতিবাদ জানানো হয়। এতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে পরবর্তীতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষের পুশ-ইন কার্যক্রম প্রতিরোধ ঃ

৯। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বাংলা ভাষাভাষী ভারতীয় নাগরিকদের তথাকথিত বাংলাদেশী আখ্যায়িত করে তাদেরকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠেলে পাঠানোর ব্যাপারে এককভাবে হীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং বিএসএফ এর মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়। বিডিআর সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের সহযোগিতায় প্রতিপক্ষ বিএসএফ এর এ ধরনের সকল পদক্ষেপ প্রতিরোধ করে আসছে। ২০০০ সালে বিডিআর সদস্যগণ বিএসএফ কর্তৃক পুশ-ইনকৃত মোট ১২ দফায় ১২৭ জন ভারতীয় নাগরিককে পুনরায় ভারতের অভ্যন্তরে পুশ-ব্যাক করতে সক্ষম হয়।

নারী ও শিশু পাচার ঃ

১০। দরিদ্র, দুঃস্থ, নারী ও শিশুদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন দেশে পাচার করা বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য একটি উদ্বেগজনক সমস্যা। বিডিআর এর সদস্যগণও এ বিষয়ে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে। ২০০০ সালে বিডিআর এর সদস্যগণ পার্শ্ববর্তী দেশে পাচারকালে সীমান্ত এলাকা থেকে মোট ৯৩ জন নারী ও ৫৮ জন শিশুকে উদ্ধার করে এবং এ ঘটনায় জড়িত থাকার জন্য ২৮৯ জন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে সংশ্লিষ্ট থানায় সোপর্দ করে।

অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ঃ

১১। অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র দেশের আইন-শৃঙ্খলার ক্রমাবনতির একটি অন্যতম প্রধান কারণ। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য হিসেবে বিডিআর সৈনিকগণও এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে। গত ২০০০ সালে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর সদস্যগণ সীমান্ত এলাকা সহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা ও গোয়েন্দা তথ্যের মাধ্যমে ১৪০টি বিভিন্ন প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্র, ১৩৩ রাউন্ড গোলাবারুদ ও ০৮টি বোমা উদ্ধার এবং এ ঘটনার সাথে জড়িত ২৯ জন আসামীকে আটক করতে সক্ষম হয়।

মাদকদ্রব্য আটক ঃ

১২। ২০০০ সালে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর সদস্যগণ ১,৪৯,৮৪৪ বোতল ফেন্সিডিল, ২১,৬৯৪ বোতল মদ, ৪ কেজি ৪৬৪ গ্রাম হিরোইন, ৩ কেজি ৬৩৩.৮০৫ গ্রাম গাঁজা, ০.৭০০ কেজি ভাং এবং ১৭০টি পেথেড্রিন ইনজেকশন আটক করে।

চোরাচালান দমনে সাফল্য ঃ

১৩। চোরাচালান বাংলাদেশের জন্য একটি ব্যাপক আর্থ-সামাজিক সমস্যা। চোরাচালান কেবল দেশের অর্থনীতির সুষ্ঠ বিকাশকেই বাধা দেয় না, এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোরও অবনতি ঘটে এবং চাহিদা, যোগান ও উৎপাদনের আনুপাতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। গত বছর কিছু বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে চোরাচালান দমন তৎপরতা জোরদার করা হয়। ২০০০ সালে সর্বমোট ১২২,৫৪,৬৫,৭০৫/- টাকার মালামাল ও ১,০৪৪ জন চোরাকারবারী আটক করা হয়। মামলা দায়ের করা হয় ২৭,০২৫টি।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং নির্বাচন কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কর্তব্যে সৈনিক মোতায়েন ঃ

১৪। বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর মুখ্য দায়িত্ব দেশের সীমান্ত রক্ষা এবং চোরাচালান দমন করা হলেও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বে বিডিআর সদস্যগণ পুলিশের পাশাপাশি অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে। তাছাড়া বিভিন্ন নির্বাচন/উপনির্বাচন সমূহ সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি বিডিআর সৈনিকও মোতায়েন করা হয়ে থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দুঃস্থ জনগণের পাশেও বিডিআর যথাসাধ্য কর্তব্য পালন করে আসছে।

মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন (ঢাকা-দিল্লী) ঃ

১৫। গত ১০-১৪ এপ্রিল ২০০০ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীতে এবং ২১-২৫ অক্টোবর ২০০০ তারিখে বাংলাদেশের ঢাকায় বিডিআর-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সীমান্ত সম্মেলনে উভয় দেশের সীমান্ত সম্পর্কিত সমস্যা, যেমন-দিল্লী চুক্তি-১৯৭৪ নবায়ন/বাস্তবায়ন, অচিহ্নিত সীমান্ত সমূহ চিহ্নিতকরণ, ছিট মহল ও অপদখলীয় এলাকা বিনিময়, আঙ্গরপোতা-দহগ্রাম সমস্যা, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও মাদক দ্রব্য চোরাচালান, শূন্য রেখার মধ্যে বিদ্যমান স্থাপনাসমূহ সংস্কার/মেরামত, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, নয়াগ্রাম ও মুহুরীর চর সমস্যা, সীমান্ত এলাকায় অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, অবৈধ অনুপ্রবেশ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। যে কোন মূল্যে সীমান্তে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে উভয় পক্ষ ঐকমত্যে পৌছান। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের যে সমস্ত সমস্যাবলী উভয় দেশের সরকারের উর্ধ্বতন পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি সম্ভব, সে সমস্ত ব্যাপারে স্ব-স্ব সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের এবং সীমান্তে সংঘটিত যে কোন দুর্ঘটনার ব্যাপারে সর্বোচ্চ ধৈর্য ধারণ পূর্বক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলা ঃ

১৬। ভারত থেকে নেমে আসা বন্যার পানিতে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বন্যার সৃষ্টি হলে অন্যান্য সংস্থার ন্যায় বিডিআর সৈনিকগণও বন্যা কবলিত জনগণকে উদ্ধারকর্মসহ তাদের পুনর্বাসন ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের প্রচেষ্টা নিরলসভাবে অব্যাহত রাখে। বিডিআর এর মহাপরিচালক বন্যা কবলিত এলাকা সরজমিনে পরিদর্শনকালে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন। বন্যা দুর্গত এলাকায় বিডিআর এর ১০টি স্পীড বোট এবং ৬টি মেডিক্যাল টিম নিয়োজিত থেকে উদ্ধার এবং সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর মহাপরিচালক গত ১২ অক্টোবর ২০০০ তারিখে বিডিআর এর নিজস্ব তহবিল থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে বন্যা দুর্গতদের সেবায় ২০ লক্ষ টাকার একটি চেক হস্তান্তর করেন।

খেলাধুলা ঃ

১৭। বাংলাদেশ রাইফেল্‌স খেলাধুলার অঙ্গনে একটি ঐতিহ্যবাহী নাম। ক্রীড়াঙ্গনে জাতীয় এবং লীগ পর্যায়ে বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স বহির্বিশ্বের কাছে দেশের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। বিগত বৎসরে বিডিআর দল জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত জুডো, কুস্তি, হ্যান্ডবল, কাবাডি এবং ভলিবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া বিডিআরএর খেলোয়াড়গণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনছে।

উপসংহার ঃ 'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর অকুতোভয় সৈনিকগণ গভীর দেশপ্রেম এবং কর্তব্যনিষ্ঠায় সর্বদাই নিবেদিতপ্রাণ। শুধু যুদ্ধের ময়দানে কিংবা সীমান্ত প্রহরাতেই নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ে দুর্গত ও বিপন্ন মানুষের সেবায়, সর্বোপরি দেশের যে কোন প্রয়োজনে এ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ এগিয়ে এসেছে সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে। বাঙালী জাতির গৌরব বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ এবং বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ অম্লান করে রেখেছে রাইফেল্‌স বাহিনীর অতীত ঐতিহ্যকে। বাংলাদেশ রাইফেল্‌স সপ্তাহ-২০০১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমরা এ বাহিনীর সকল বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। অতীতের সাফল্যকে পাথেয় করে সোনালী ভবিষ্যতের জন্যই আমাদের পথচলা। মাতৃভূমির প্রতি অকৃত্রিম দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ রাইফেল্‌স সদস্যগণ অনাগত ভবিষ্যতেও তাদের ওপর অর্পিত প্রতিটি দায়িত্ব পালনে সদা সচেষ্ট ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকবে।

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
এবং
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ রাইফেল্‌স সপ্তাহ-২০০১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ রাইফেল্‌স বাহিনীর সদস্যদেরকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। দেশের সীমান্ত রক্ষার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ও সাহসী ভূমিকায় নিয়োজিত এই বাহিনীর কর্তব্যনিষ্ঠা ও পেশাগত অঙ্গীকার সংহতকরণে বিডিআর সপ্তাহ উদ্‌যাপন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি আশা করি।

বাংলাদেশ রাইফেল্‌স বাহিনী সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এই বাহিনীর গৌরবময় ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। দেশের সীমান্ত সুরক্ষা, চোরাচালান দমন এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে রাইফেল্‌স-এর ভূমিকা প্রশংসার দাবী রাখে। ভবিষ্যতেও এই বাহিনী দেশাত্মবোধ, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং শৃঙ্খলার গৌরবময় ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখবে বলে আমি আশাকরি।

আমি বাংলাদেশ রাইফেল্‌স-এর সার্বিক উন্নয়ন এবং রাইফেল্‌স সপ্তাহ-২০০১ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোহাম্মদ নাসিম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'বাংলাদেশ রাইফেল্‌স সপ্তাহ-২০০১' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সদস্যদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশ রাইফেল্‌স-এর সদস্যরা দেশের সীমানা রক্ষায় তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। এ বাহিনীর সদস্যদের বীরত্বের গাথা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে স্মরনীয় হয়ে থাকবে। আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই এ বাহিনীর সৈনিকেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে। তৎকালীন পিলখানাসহ বিভিন্ন রণাঙ্গনে শহীদ হয়েছিলেন শত শত সৈনিক। আজকের এ শুভদিনে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে দু'জন বীর শ্রেষ্ঠসহ বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর সকল শহীদের স্মৃতি স্মরণ করছি। চোরাচালান দমন, অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা, দুর্যোগ কালীন সময়ে আর্ত মানবতার সেবায় এ বাহিনীর সদস্যরা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ভবিষ্যতেও তারা নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন বলে আশা রাখি।

আমি বাংলাদেশ রাইফেল্‌স-এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ রাইফেল্‌স

বাণী

'রাইফেল্‌স সপ্তাহ-২০০১' উদযাপন উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী কর্মসচী ও স্মরণিকা প্রকাশনার মাধ্যমে এ বাহিনীর সকল সদস্যগণ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সফলতা ও দীপ্তিময় চিত্র অংকনে সফল হয়েছেন। ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলাদেশ রাইফেল্‌স একটি সুশৃঙ্খল, সুসংগঠিত ও শক্তিশালী বাহিনী। স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর চির উজ্জ্বল ভূমিকা জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। জন্মলগ্ন থেকেই এ বাহিনীর আত্মপ্রত্যয়ী সদস্যগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নির্দ্বিধায় সুষ্ঠভাবে পালন করে আসছেন এবং জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলা ও বিভিন্ন পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা প্রদানসহ অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতঃ আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে এ বাহিনীর সদস্যগণ বলিষ্ঠচিত্তে আর্ত মানবতার সেবায় সদা নিয়োজিত। সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী রাইফেল্‌স সদস্যগণ তাদের মৌল দায়িত্ব সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি চোরাচালান রোধ করে প্রতি বছর আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখছেন। রাইফেল্‌স সপ্তাহ-২০০১ এর মহতিক্ষণে আমি দু'জন বীরশ্রেষ্ঠসহ রাইফেল্‌স এর সকল বীর শহীদদেরকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি ও তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

পরিশেষে, আমি আশা করি রাইফেল্‌স সপ্তাহ-২০০১ পালনের মধ্য দিয়ে এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য নতুন করে কর্মমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নব প্রেরণা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজেদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট হবেন।

মেজর জেনারেল
আ ল ম ফজলুর রহমান,এনডিসি,পিএসসি

সৌজন্যে ঃ

সেনা কল্যাণ সংস্থার পণ্য কিনে কল্যাণমূলক কাজে অংশ নিন।

শক্তির প্রতীক
এলিফ্যান্ট ব্র্যান্ড সিমেন্ট
মংলা সিমেন্ট ফ্যাক্টরী
(সেনা কল্যাণ সংস্থার একটি প্রতিষ্ঠান)
বুড়ির ডাঙ্গা, মংলা, বাগেরহাট
ফোন ঃ মংলা ০৪০৩১-৩৭৬, ৩৭৮ (০৪১) ৭৩২৬৯৭ ঢাকা ৯৫৬৫৮১৬, ৯৫৫৮৭২০, ৯৫৫৩০১৭, ৯৫৬০০৫১ বর্ধিত ৩৫৮, ৩৫৯

- উন্নত মানসম্পন্ন
- সঠিক ওজন
- একেবারে টাটকা
- নির্ভেজাল